মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : বাণিজ্য মন্ত্রণালয় **আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ০৮টি**
প্রতিবেদনাধীন বছর : ২০১৭-২০১৮ **প্রতিবেদন প্রস্তুতির তারিখ: ২৩ জুলাই, ২০১৮ খ্রিঃ**

(১) প্রশাসনিকঃ

১. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) :

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রণালয়	৩০০	২৫০	৫০	৩৯	
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১৬৩৯	১০৮৬	৫৫৩	-	
মোট	**১৯৩৯**	**১৩৩৬**	**৬০৩**	**৩৯**	

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

১.২ শূন্যপদের বিন্যাস :

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	১৪	৬৯	৫০	২৭৬	১৯৩	৬০৩

১.৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা : প্রযোজ্য নয়।

১.৪ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা : প্রযোজ্য নয়।

১.৫ অন্যান্য পদের তথ্য :

প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদের সংখ্যা
১	২

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

১.৬ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান :

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪	০৭	২১	৩২	৩২	৬৪	-

১.৭ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে) :

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন	৫৩	-	১২	-
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ				

* কতদিন দেশে ভ্রমণ করেছেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কতবার ভ্রমণ করেছেন, তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

১.৮ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে) :

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা) *	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
৫৪	৩৫	-	১৯	-

* কতদিন দেশে ভ্রমণ করেছেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। কতবার ভ্রমণ করেছেন, তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

১.৯ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা :

(২) অডিট আপত্তি :

২.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) :

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
(১)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-
(২)	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	০৫	০.৪৪১৪	০৫	০২	০.০২৩৪	০৩	০.৪১৮
(৩)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	১০৪	১৩৪.৯৯	১০৪	-	-	১০৪	১৩৪.৯৯
(৪)	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	১৭	৪৩৯.২২	-	-	-	১৭	৪৩৯.২২
(৫)	ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	৪৭৫	২৩৭.০১	১০৫	২৩	৫.৩৮	৪৫২	২৩১.৬৩
(৬)	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	০৪	০.২৩	০৪	০২	০.৯	০২	০.১৪
(৭)	যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়	০৯	৮৫.৩৪	০৯	০২	০.০৬৭৮	০৭	৮৫.২৭
(৮)	জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	০৮	০.০৮২৫	০৮	০৮	০.০৮২৫	-	-
	সর্বমোট	**৬২২**	**৮৯৪.৩১৩৯**	**২৩৫**	**৩৭**	**৬.৪৫৩৭**	**৫৮৫**	**৮৯১.৬৬৮**

২.২ অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সেসব কেসসমূহের তালিকা : প্রযোজ্য নয়।

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) :

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০৮	০১	০১	-	০২	০৬

(৪) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) :

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
-	১১৯	-	১১৯	০৪

(৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন :

৫.১ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) :

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১৭৯ টি	১১১৬ জন

৫.২ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা : APA, NIS, অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-ফাইলিং এবং বেসিক কম্পিউটারের উপর ১৫২ জনকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৫.৩ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা : হয়নি।

৫.৪ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না? প্রযোজ্য নয়।

৫.৫ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা : ৯৪ জন।

(৬) সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) :

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১২৮১	১,১২,১৩৮

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৪২৪	আছে	আছে	নেই	২৮০	৪৫২

(৮) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ (অর্থ বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

(টাকার অঙ্ক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

		২০১৭-১৮		২০১৬-১৭		হ্রাস(-)/বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১		২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ						

	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ						
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)							
লভ্যাংশ হিসাবে							

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট :

৯.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা :

(ক) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে;

(খ) "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সংশোধন আইন, ২০১৮" মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(গ) প্রতিবেদনাধীন বছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়নি। তবে আমদানি ও রপ্তানি দপ্তর সংশ্লিষ্ট আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এবং দি ইম্পোটার্স, এক্সপোটার্স ও ইন্ডেন্টর (রেজিঃ) অর্ডার, ১৯৮১ ইংরেজি হতে বাংলায় রুপান্তর করা হয়েছে;

(ঘ) কোম্পানি আইন ২০১৮ খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন;

(ঙ) রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এর ইংরেজী সংস্করণ প্রণয়ন ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ;

(চ) ২০১৮-২০২১ সময়ের জন্য প্রস্তাবিত ত্রি-বার্ষিক রপ্তানি নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে অংশীজনদের সমন্বয়ে ০৬ টি সভা করা হয়েছে। রপ্তানি নীতি ২০১৮-২০২১ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্রুততার সাথে এ নীতি চুড়ান্ত করা হবে;

(ছ) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন-২০১৫ এর অধীনে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা সংশোধনের বিষয়ে মতামতের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে;

(জ) " বাংলাদেশের খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষিজ পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়" শীর্ষক পথনক্সা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(ঝ) এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক খাতে নীতিমালা প্রণয়ন ও গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে;

(ঞ) স্বর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন;

(ট) দেশের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য ৫ (পাঁচ) লক্ষ মে: টন লবণ আমদানির নিমিত্ত ১৬-০৭-২০১৭ তারিখে এস,আর,ও নং২৪৪-আইন/২০১৭ জারি করা হয়েছে;

(ঠ) ১৫৫ সিসি মোটর সাইকেল এর পরিবর্তে ১৬৫ সিসি মোটর সাইকেল আমদানির জন্য ১২-০৭-২০১৭ তারিখে এস,আর,ও নং ২৩৪-আইন/২০১৭ জারি করা হয়েছে;

(ড) দি ইম্পোর্টার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স (কন্ট্রোল) এ্যাক্ট, ১৯৫০; দি ইম্পোর্টার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স কন্ট্রোল (অ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫; দি ইম্পোর্টার্স, এক্সপোর্টার্স এন্ড ইন্ডেনটরস (রেজিস্ট্রেশন) অর্ডার, ১৯৮১ এবং রিভিউ, আপীল ও রিভিশন অর্ডার, ১৯৭৭ এ চারটি আদেশ বাংলা ভাষায় রূপান্তরপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষের মতামতের ভিত্তিতে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ উক্ত আইন/আদেশ এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনের মতামত প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনা ও মতামতের আলোকে উক্ত ৪টি আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(ঢ) Gold (Procurement Storage and Distribution) Order, ১৯৮৭ সংশোধনীর লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং করা হয়েছে। ভেটিংকৃত আইনটি এসআরও গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য নথিটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

(ণ) 'দি কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৬' এর সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(ন) 'বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস আইন, ২০১৭' এর সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি : সংযুক্ত (পতাকা-ক)।

৯.৩ **২০১৭-১৮** অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ **(সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পুরণ ইত্যাদি)** : **নাই।**

(১০) মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত :

১০.১ **২০১৭-১৮** অর্থ-বছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হয়েছে।

১০.২ উদ্দেশ্যাবলি সাধিত না হয়ে থাকলে তার কারণসমূহ : প্রযোজ্য নয়।

১০.৩ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ : প্রযোজ্য নয়।

(১১) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) :

১১.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি :

মন্ত্রণালয়ের নাম	পণ্যের নাম	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বছরে (২০১৬-১৭) উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	চা	৭১.৫৪ মিলিয়ন কেজি	৭০.৪৯ মিলিয়ন কেজি	১১৩%	৮৭%	৭৯.৯০ মিলিয়ন কেজি

১১.২ কোন বিশেষ সামগ্রী/সার্ভিসের উৎপাদন বা সরবরাহ, মূল্যের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে বড় রকমের সমস্যা বা সঙ্কট হয়েছিল কি? নিকট ভবিষ্যতে মারাত্মক কোন সমস্যার আশঙ্কা থাকলে তার বর্ণনা :

১১.৩ বিদ্যুৎ সরবরাহ (বিদ্যুৎ বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮) (মেগাওয়াট)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭) (মেগাওয়াট)	
সর্বোচ্চ চাহিদা	সর্বোচ্চ উৎপাদন	সর্বোচ্চ চাহিদা	সর্বোচ্চ উৎপাদন
১	২	৩	৪

১১.৪ বিদ্যুৎ-এর গড় সিস্টেম লস (শতকরা হারে) (বিদ্যুৎ বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

সংস্থার নাম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
পবিবো				
বিউবো				
ডিপিডিসি				
ডেসকো				
ওজোপাডিকো				

১১.৫ জ্বালানি তেলের সরবরাহ (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮) (মেট্রিক টন)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭) (মেট্রিক টন)	
চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
১	২	৩	৪

১১.৬ দেশের মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ (স্থানীয় সরকার বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮) (লক্ষ গ্যালন)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭) (লক্ষ গ্যালন)	
মেট্রো এলাকা	চাহিদা	সরবরাহ	চাহিদা	সরবরাহ
১	২	৩	৪	৫

(১২) আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য) : প্রযোজ্য নয়।

১২.১ অপরাধ-সংক্রান্ত : প্রযোজ্য নয়।

অপরাধের ধরন	অপরাধের সংখ্যা			
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	অপরাধের হ্রাস(-) /বৃদ্ধি(+)-এর সংখ্যা	অপরাধের হ্রাস (-)/বৃদ্ধি(+)-এর শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
খুন				
ধর্ষণ				
অগ্নিসংযোগ				
এসিড নিক্ষেপ				
নারী নির্যাতন				
ডাকাতি				
রাহাজানি				
অস্ত্র/বিস্ফোরক সংক্রান্ত				
মোট				

১২.২ প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় সংঘটিত অপরাধের তুলনামূলক চিত্র : প্রযোজ্য নয়।

বিষয়	অর্থ-বছর (২০১৭-১৮)	অর্থ-বছর (২০১৬-১৭)
১	২	৩

১২.৩ দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা (আসামির সংখ্যা)	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	আইন জারির পর থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা	শাস্তি হয়েছে এমন মামলার সংখ্যা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

১২.৪ ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে কারাগারে বন্দির সংখ্যা (সুরক্ষা সেবা বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

বন্দির ধরন	বন্দির সংখ্যা			মন্তব্য
	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	বন্দির সংখ্যার হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)	
১	২	৩	৪	৫
পুরুষ হাজতি				
পুরুষ কয়েদি				
মহিলা হাজতি				
মহিলা কয়েদি				
শিশু হাজতি				

শিশু কয়েদি				
ডিটেইনি				
রিলিজড প্রিজনার (আরপি)				
মোট				

১২.৫ স্থল, নৌ ও আকাশ পথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিক (যাত্রী)-এর সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	**পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)**	**হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা**
১	২	৩	৪
মোট যাত্রীর সংখ্যা			
পর্যটকের সংখ্যা			

১২.৬ মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি (সুরক্ষা সেবা বিভাগ পূরণ করবে) *:* প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	**পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)**	**পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা**
১	২	৩	৪
মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা			
মৃত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছে, এমন আসামির সংখ্যা			

১২.৭ সীমান্ত সংঘর্ষের সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	**পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)**	**হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা**
১	২	৩	৪
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত			
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত			

১২.৮ সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হত্যার সংখ্যা (জননিরাপত্তা বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	**পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)**	**হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) -এর সংখ্যা**
১	২	৩	৪
বি এস এফ কর্তৃক			
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক			

(১৩) ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত তথ্য (আইন ও বিচার বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

ক্রমপুঞ্জিভূত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	**প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৭-১৮) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা**	**পূর্ববর্তী বছরে (২০১৬-১৭) মোট শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা**	**প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৭-১৮) মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**	**পূর্ববর্তী বছরে (২০১৬-১৭) মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা**
১	২	৩	৪	৫

(১৪) অর্থনৈতিক (অর্থ বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

আইটেম	**প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)**	**পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)**	**পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-)**
১	২	৩	৪
১। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			

আইটেম	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-)
(৩০ জুন, ২০১৮)			
২। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৭—জুন ২০১৮)			
৩। আমদানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৭—জুন ২০১৮)			
৪। ই,পি,বি-এর তথ্যানুযায়ী রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (জুলাই ২০১৭—জুন ২০১৮)			
৫। রাজস্বঃ (ক) প্রতিবেদনাধীন বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা) (খ) রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকা) (জুলাই ২০১৭—জুন ২০১৮)			
৬। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (কোটি টাকায়) সরকারি খাত (নিট) (জুন, ২০১৮)			
৭। ঋণপত্র খোলা (LCs opening) (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) (ক) খাদ্য-শস্য (চাল ও গম) (খ) অন্যান্য			
মোট (জুলাই ২০১৭—জুন ২০১৮)			
৮। খাদ্য-শস্যের মজুদ (লক্ষ মেট্রিক টন) (৩০ জুন ২০১৮)			
৯। জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক পরিবর্তনের হার (ভিত্তি ২০০৫-০৬=১০০) ক) বারো মাসের গড়ভিত্তিক খ) পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক (জুলাই ২০১৭—জুন ২০১৮)			

১৪.১ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) সংক্রান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	প্রতিবেদনাধীন বছর	পূর্ববর্তী দুই বছর	
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৫-১৬
১	২	৩	৪

(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

১৫.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) :

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
৯টি	১৩০.২৪ (একশত ত্রিশ কোটি চব্বিল লক্ষ)	৭২.৯২ কোটি টাকা ৫৬.০০%	১টি (২৩/০৫/২০১৮)

১৫.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) :

শুরু করা নতুন	প্রতিবেদনাধীন বছরে	প্রতিবেদনাধীন বছরে	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান

প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১	২	৩	৪
		-	-

১৫.৩ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০১৭-১৮) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

১৫.৪ মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে) (২০১৭-১৮) (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

১৫.৫ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর ধরন		প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭ -১৮)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)
১		২	৩
দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত অতীব দরিদ্র (Extreme Poor) জনগোষ্ঠী	সংখ্যা		
	শতকরা হার		
দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত দরিদ্র (Poor) জনগোষ্ঠী	সংখ্যা		
	শতকরা হার		

১৫.৬ কর্মসংস্থান-সংক্রান্ত তথ্য (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)
১	২	৩
আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা		
মোট		
বেকারত্বের হার		

(১৬) ঋণ ও অনুদান সংক্রান্ত তথ্য (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

বছর	চুক্তির ধরন	চুক্তির সংখ্যা	কমিটমেন্ট (কোটি টাকায়)	ডিসবার্সমেন্ট (কোটি টাকায়)	রিপেমেন্ট (কোটি টাকায়)		মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬		৭
২০১৭ -১৮	ঋণচুক্তি				আসল-		
					সুদ-		
	অনুদান চুক্তি						
	মোট						
২০১৬-১৭	ঋণচুক্তি				আসল-		
					সুদ-		
	অনুদান চুক্তি						
	মোট						

(১৭) অবকাঠামো উন্নয়ন (অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০১৭-১৮) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি) (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

(১৮) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য : প্রযোজ্য নয়।

১৮.১ সরকারপ্রধানের বিদেশ সফর সংক্রান্ত : প্রযোজ্য নয়।

সফর	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)
১	২	৩
সরকারপ্রধানের বিদেশ সফরের সংখ্যা		
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের সংখ্যা		
দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফরের সংখ্যা		

১৮.২ বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানের বাংলাদেশ সফর (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

১৮.৩ আন্তর্জাতিক সংস্থা-প্রধানদের বাংলাদেশ সফর (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

১৮.৪ বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসের সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।

১৮.৫ বাংলাদেশে বিদেশের দূতাবাসের সংখ্যা : প্রযোজ্য নয়।

(১৯) শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য : প্রযোজ্য নয়।

১৯.১ প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্যসমূহ (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

দেশের সর্বমোট প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			স্কুল ত্যাগকারী (ঝরে পড়া) ছাত্র-ছাত্রীর হার	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা	
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট		সর্বমোট	মহিলা (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা						
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা						
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা						
অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা						
সর্বমোট সংখ্যা						

১৯.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর (৬-১০ বছর বয়স) সংখ্যা (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

শিক্ষার্থী	গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বছর বয়সী)	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার সংখ্যা	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার শতকরা হার
১	২	৩	৪
বালক			
বালিকা			

১৯.৩ সাক্ষরতার হার (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

বয়স	সাক্ষরতার হার		গড়
	পুরুষ	মহিলা	
১	২	৩	৪
৭ + বছর			
১৫ + বছর			
১৫-১৯ বছর			
২০-২৪ বছর			

১৯.৪ মাধ্যমিক (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ) শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা			পরিক্ষার্থীর সংখ্যা		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	এস.এস.সি (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)	এইচ.এস.সি (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)	স্নাতক (মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়										
মাধ্যমিক বিদ্যালয়										
স্কুল এ্যান্ড কলেজ										
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ										
দাখিল মাদ্রাসা										
আলিম মাদ্রাসা										
কারিগরি ও ভোকেশনাল										

১৯.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত তথ্য (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার		শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ও শতকরা হার	
		ছাত্র	ছাত্রী	শিক্ষক	শিক্ষিকা
১	২	৩	৪	৫	৬
সরকারি					

বেসরকারি					

(২০) স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্য (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

২০.১ মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মেডিকেল কলেজ								
নার্সিং ইনস্টিটিউট								
নার্সিং কলেজ								
মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট ট্রেনিং স্কুল								
ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি								

২০.২ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত : প্রযোজ্য নয়।

জন্ম-হার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যু-হার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা)	নবজাতক (Infant) মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	৫ (পাঁচ) বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর-হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
							পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

২০.৩ স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত) : প্রযোজ্য নয়।

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			৮

(২১) জনশক্তি রপ্তানি-সংক্রান্ত তথ্য (প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

জনশক্তি রপ্তানি ও প্রত্যাগমন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)	পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) এর হার
১	২	৩	৪
বিদেশে প্রেরিত জনশক্তির সংখ্যা			
বিদেশ থেকে প্রত্যাগত জনশক্তির সংখ্যা			

(২২) হজ্জ-সংক্রান্ত তথ্য (ধর্ম মন্ত্রণালয় পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

হজ্জে গমন	২০১৭-১৮ অর্থ-বছর			২০১৬-১৭ অর্থ-বছর		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
হজ্জে গমনকারীর সংখ্যা						

(২৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করবে) : প্রযোজ্য নয়।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৭-১৮)		পূর্ববর্তী বছর (২০১৬-১৭)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

(২৪) প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান : প্রযোজ্য নয়।

২৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে লোকসান করেছে তাদের নাম ও লোকসানের পরিমাণ : প্রযোজ্য নয়।

অত্যধিক লোকসানি প্রতিষ্ঠান		প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১৭-১৮) বিরাষ্ট্রীকৃত হয়েছে এমন কলকারখানার নাম ও সংখ্যা	অদূর ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপনা বা অন্য কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রতিষ্ঠানের নাম	লোকসানের পরিমাণ		
১		২	৩

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন যে সব (বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত) প্রতিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে লাভ করেছে তাদের নাম ও লাভের পরিমাণ : প্রযোজ্য নয়।

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ
১	২

(শুভাশীষ বসু)
সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

পতাকা-ক

৯.২। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

বিশ্বমন্দার ঘোর অন্ধকার সময়ে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রদর্শন, বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার 'দিন বদলের সনদ' স্লোগানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং পরিপূর্ণ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে সরকার বিশ্বমন্দার কবল থেকে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা এবং রপ্তানি সম্প্রসারণসহ ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি-বিধানের আলোকে প্রতি তিন বছর পর পর দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা করে উদার ও যুগোপযোগী ব্যবসাবান্ধব আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করে আসছে। এতে একদিকে যেমন দেশীয় শিল্প বিকশিত হচ্ছে অন্যদিকে রপ্তানি আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বর্তমান সরকারের ভিশন, মিশন এবং দিনবদলের সনদ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে চলেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণপূর্বক তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা, ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা, ভেজাল প্রতিরোধে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সঠিক সময়ে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। ফলে, পণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এবং সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখাঃ

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে দ্রব্যমূল্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের 'দ্রব্যমূল্য পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস সেল' প্রতিদিন বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর হতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি সংগ্রহ করে থাকে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আর্ন্তজাতিক বাজার পরিস্থিতি, চাহিদা নির্ণয়, স্থানীয় উৎপাদন, মজুদ পরিস্থিতি, আমদানির পরিমাণ এবং এ সংক্রান্ত এলসি নিষ্পত্তিকরণ তথ্যসহ অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক বাজার দরের তুলনামূলক বিশ্লেষণপূর্বক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকারের করণীয় নির্ধারণের সহায়ক হিসেবে এ পূর্বাভাস সেল সফলভাবে কাজ করে আসছে। অধিকন্তু, দেশব্যাপী নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে সমুদ্র ও স্থল বন্দরে পণ্য দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাস, অভ্যন্তরীণ নৌ ও সড়ক পথে পণ্যের অবাধ পরিবহন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পণ্যমূল্য ও বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাজার হস্তক্ষেপের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে টিসিবিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। টিসিবির অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা থেকে ১,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে গুদামের ধারণ ক্ষমতা ছিল ৯,৫৭০ মে.টন, এখন মোট ধারণ ক্ষমতা হলো ২৫,৪৫৩ মে.টন। সারাদেশে টিসিবির ডিলারের সংখ্যা ১৪০ জন হতে বৃদ্ধি করে ২,৮৩৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে। ডিলারদের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যে সুস্থ্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে 'প্রতিযোগিতা কমিশন আইন ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বিক্রয়ের লক্ষ্যে টিসিবি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। টিসিবি চিনি (২২১৫.২৩৯ মেঃ টন), ছোলা (১৯৫৫ মেঃ টন), পেট বোতলজাত সয়াবিন তেল (১৫৮০১২২ লিটার), মশুর ডাল (১৭৭১.৮৪২ মেঃ টন) ও খেজুর (১০০ মেঃ টন) বিক্রয়ের লক্ষ্যে সংরক্ষণ করেছে এবং সাশ্রয়ী

মূল্যে টিসিবি'র পণ্যাদি ভোক্তা সাধারণের নিকট বিক্রয়ের ফলে এ বছর সম্ভাব্য ভর্তুকির পরিমাণ ৯,৮৮,০১,৮৫০/- (নয় কোটি আটাশি লক্ষ এক হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা।

ব্যবসাবন্ধব নীতিঃ

বর্তমান সরকার ব্যবসাবান্ধব সরকার। সরকার ইতোমধ্যে ব্যবসাবান্ধব রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ ও আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ প্রণয়ন করেছে। ব্যবসাবান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী আমদানি সহজতর হয়েছে, অন্যদিকে স্থানীয় বাজারে এ সব পণ্যের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবসাবন্ধব রপ্তানি নীতি গ্রহণের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৪৪টি পণ্য ১৯৬টি গন্তব্যে রপ্তানি হচ্ছে। তাছাড়া, গত আট বছরে দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক ও দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাপূর্বক বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ব্যবসাবন্ধব রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, রপ্তানি কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি রয়েছে। এ কমিটি রপ্তানি বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণপূর্বক পরামর্শ প্রদান করে থাকে। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি নীতি অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সুফল দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) নেতৃত্বে রপ্তানিকারক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ ও গৃহীতব্য ব্যবস্থা নির্ধারণ সহজতর হয়েছে।

সরকারের অব্যাহত বাণিজ্যিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয় প্রচেষ্টায় জাপানে নিট পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে জিএসপি সুবিধার আওতায় রুলস অব অরিজিন ২ (দুই) স্তর থেকে ১ (এক) স্তরে নামিয়ে আনা হয়। ফলে, জাপানে বাংলাদেশীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতে জাপানে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় ছিল ৭৫০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১০১২.৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১১৩১.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আগামী ডিসেম্বর ২০৩২ সাল পর্যন্ত রয়্যালটি ব্যতিরেকে ঔষধ উৎপাদন এবং বিপণনের সুযোগ লাভ করেছে। এই সুবিধা ঔষধ শিল্পের উন্নয়ন ও ঔষধ রপ্তানির বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে।

রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান ও মোড়কজাতকরণ অতিব গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশীয় উৎপাদনকারীদের এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলসমূহের কর্মকান্ড জোরদার ও সুসংহত করেছে। এছাড়া, নতুন রপ্তানি বাজার অন্বেষণের লক্ষ্যে অন্যতম বিপণন হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি'র সমন্বয়ে বাণিজ্য মিশন প্রেরণ অব্যাহত রয়েছে। রপ্তানি বিষয়ে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে দুইটি করে উইংসহ ২০টি দেশে মোট ২২টি বাণিজ্যিক উইং আছে। বর্তমানে ৪৪ টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে।

রপ্তানি পণ্যের বহুমূখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, তীব্র প্রতিযোগীতাপূর্ণ বিশ্ব বাণিজ্যের সমান্তরাল রপ্তানি নীতি প্রণয়ন, রপ্তানি নীতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাদির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশের রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ২০২১ সালে দেশের রপ্তানি আয় ৬০ (ষাট) বিলিয়ন মার্কিন

ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত কার্যক্রমের ফলে নতুন নতুন রপ্তানি বাজার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে 'এক জেলা এক পণ্য' কর্মসূচী গ্রহণের ফলে নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি ঝুঁড়িতে যোগ হচ্ছে। ইতোমধ্যে এই কর্মসূচীর আওতায় ৪১ (এক চল্লিশ)টি জেলায় ১৪ (চোদ্দ)টি পণ্যকে নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর পাশাপাশি সরকার প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে নগদ অর্থ সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান এবং বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে পণ্য রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান অব্যাহত আছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ২৭ টি পণ্যে রপ্তানির উপর ২% থেকে ২০% পর্যন্ত নগদ সহায়তা/ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। যার মোট পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা । ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রেজার ও রেজার ব্লেড, পেট বোতল ফ্লেক্স হতে উৎপাদিত পলিয়েস্টার স্ট্যাপন ফাইবার (পিএসএফ), স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সাইকেল, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কস্টিক সোভা এবং হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, ফটোভল্টেক (পিডি) মডিউল, সিরামিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, জাহাজ/ড্রেজার প্রভৃতি নতুন পণ্যে নগদ সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও পণ্য ভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন নীতি ও " বাংলাদেশের খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষিজ পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ: সমস্যা সম্ভাবনা ও করণীয়" শীর্ষক পথনক্সা প্রণয়ন; প্রণীত হয়েছে। উল্লেখ্য, সৌর শক্তি রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের লক্ষ্যে 'কাঁচামালসহ ঔষধ পণ্য'-কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "বর্ষপণ্য-২০১৮" ঘোষণা করেছেন।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত তথা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি, এখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, সরকারি নীতি সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা উদ্দ্যোক্তাগণের সক্ষমতা, সফলতা ও চামড়া খাতের তুলনামূলক সুবিধাসমূহ উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফেকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ১৬-১৮ নভেম্বর, ২০১৭ সময়ে Bangladesh Leather Footwear, Leather Goods International Sourcing Show (BLLISS-২০১৭) আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এতে দেশি-বিদেশি ১৫ টি রাষ্ট্রের/এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, স্বনামধণ্য ব্র্যান্ড, আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও ক্রয় প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

ঢাকার পূর্বাচলে ৩৫ একর জমিতে স্থায়ী মেলা Exhibition Center ১৩০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মান করা হচ্ছে। ২০২০ সাল নাগাদ এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে।

ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি সহজীকরণ, ব্যয় সংকোচন এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে সময় কমানোর লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে "Ease of Doing Business" এর উপর একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্স কমিটির পর্যালোচনা সভা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে এই কমিটির ০৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে সিংগাপুর, হংকং ও কম্বোডিয়ার তিনটি বাণিজ্যিক মিশন প্রেরণ করা হয়েছে।

দেশীয় রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে সিআইপি (রপ্তানি) ২০১৪ প্রাপকগণের তালিকা চুড়ান্ত করে গত ১২ নভেম্বর ২০১৭ সালে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী কর্তৃক সিআইপি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। সিআইপি (রপ্তানি) ২০১৫ প্রাপক গণের তালিকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। শীঘ্রই তা বিতরণ করা হবে।

বহির্বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে উৎসাহিত করার ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতামূলক আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০১ লা জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা- ২০১৭ এর উদ্বোধনের দিন মোট ৬৭টি রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি ট্রফি ২০১৩-২০১৪ প্রদান করেছেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৬৩ টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ১৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছে।

জেনেভা মিশনে বিদ্যমান বাণিজ্যিক উইং সম্প্রসারনের লক্ষ্যে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এবং প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) - এর পদ সৃজন পূর্বক ইতোমধ্যে কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ও প্রথম সচিবের নিয়োগ চুড়ান্ত করা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশ মিশনে বাণিজ্যিক উইং এ কর্মাশিয়াল কাউন্সেলর নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং কার্যক্রম শুরু হয়েছে । তুরস্কের ইস্তাম্বুল, চীনের কুনমিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায় বাণিজ্যিক উইং খোলার প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

বস্ত্রখাতঃ

বস্ত্রখাত বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত । এ খাত থেকে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮১ শতাংশ অর্জিত হয়। বস্ত্রখাতের উপর ভিত্তি করে সহায়ক পণ্য ও সেবা শিল্পের বহুবিধ উপ-খাত গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এ খাতে প্রায় ৪.৫ মিলিয়ন শ্রমিক কর্মরত আছে। তন্মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৮০ শতাংশ, নারীর ক্ষমতায়নে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে তৈরী পোশাক খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন পরিস্থিতির উন্নয়নে সোশাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি, টাস্কফোর্স অন লেবার ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি অন আরএমজি এবং কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে Sustainability Compact এবং (৩+৫+১) ফোরাম এখাতের কমপ্লায়েন্স পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটর করছে এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে আহবায়ক এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহ-অহবায়ক করে গঠিত ‘সোশাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি’ তৈরি পোশাক কারখানাসমূহকে কমপ্লায়েন্ট করার জন্য কাজ করছে। এ পর্যন্ত উক্ত ফোরামের ২৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাগুলোতে শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরি, সময়মত বেতন ও ভাতাদি প্রদান, ছুটি, নিয়োগ ও পরিচয় পত্র, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, কারখানার দূর্ঘটনার ঝুঁকি কমানোসহ কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারসহ সকলকে প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এ ফোরামের ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিক অধিকার ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার আইএলও , ইউরোপীয় কমিশন ও যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগে গত ৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে Sustainability Compact নামক কর্ম-পরিকল্পনা গৃহীত হয়। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনার তিনটি মুখ্য বিষয় রয়েছে। তা হলো :Respects for labour rights ,Structural integrity of buildings and occupational safety and health, Responsible business conduct. Sustainability Compact এর-সর্বশেষ ৪র্থ পর্যালোচনা সভা ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে ব্রাসেলস, বেলজিয়াম এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী, শ্রম প্রতিমন্ত্রীসহ ২০ সদস্যের প্রতিনিধিদল যোগদান করেন। সভায় বাংলাদেশ সরকারসহ কম্প্যাক্টের অন্যান্য অংশীজন- ইউরোপিয় ইউনিয়ন (ইইউ), কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ,আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সহ এর প্রতিনিধিগণ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক ক্রেতাগোষ্ঠি ও সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রানা প্লাজা ভবন দূর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে ৩ জন সচিব (বাণিজ্য সচিব, শ্রম সচিব, পররাষ্ট্র সচিব) এবং ৫ জন রাষ্ট্রদূত (ইইউ রাষ্ট্রদূত, যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রদূত, ইউএসএ রাষ্ট্রদূত, কানাডার রাষ্ট্রদূত, নেদারল্যান্ডস-এর রাষ্ট্রদূত এবং ইইউ জোটের প্রতিনিধি হিসেবে পর্যায়ক্রমে ইইউভূক্ত একটি দেশের রাষ্ট্রদূত এবং আইএলও) সহযোগে ঢাকায় (৩+৫) ফোরাম শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের ফোরাম গঠিত হয়েছে। ফোরাম তৈরি পোশাক শিল্পে Sustainability Compact বাস্তবায়ন এবং আইএলও-এর আরএমজি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে এবং সুপারিশ করে থাকে। উক্ত ফোরামের সর্বশেষ সভা গত ২০ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাক যাতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে পারে সে সংক্রান্ত 'সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও)' ও জিএসপি সংক্রান্ত 'স্পেসিমেন সিগনেচার' সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে প্রেরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশসমূহে জিএসপি ও প্রিফারেন্সিয়াল মার্কেট একসেস সুবিধা ব্যবহারের জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার প্রদত্ত সার্টিফিকেট অব অরিজিন (সিও) এবং স্পেসিম্যান সিগনেচার সংশ্লিষ্ট দেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ২০.০০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মে ২০১০ তারিখ থেকে ওভেন, নীট, সুয়েটার মেশিন অপারেশন, কমপ্লায়েন্স নর্মস, প্রোডাকশন প্লানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এবং ইনভেন্ট্রি ম্যানেজমেন্ট-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২২৪৬ জন শ্রমিক ও ব্যবস্থাপককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। জুন ২০১৯ সময় পর্যন্ত তৈরী পোষাক কারখানায় কর্মরত ২০০০ জন শ্রমিক/কর্মচারীকে প্রশিক্ষন প্রদান করা সম্ভব হবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে তৈরি পোশাক শিল্পে কাজ করবে (would be worker) এমন জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কারখানার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের রপ্তানি ৩৪.৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩৬.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। অর্থাৎ ৫.৮০% প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন অন্যান্য অনেক মন্ত্রণালয়, সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন এর যৌথ উদ্যোগ ও সক্রিয় সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। সমন্বয় বৃদ্ধি করতে পারলে এবং আরও সংস্কার কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হলে রপ্তানির আরো প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

অটোমেশনঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রুপকল্প-২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ কর্মসূচীর আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় অটোমেশন পদ্ধতি চালুর ফলে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আসছে। এতে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) কর্তৃক জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যু, দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণকারীদের আবেদন বাছাই ও নিষ্পত্তিকরণ, ঢাকা আন্তর্জাতিক মেলার সাথে সম্পৃক্ত কার্যাবলী, সিআইপি ও রপ্তানি ট্রফির আবেদন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। অনলাইনের মাধ্যমে জিএসপি সনদ ইস্যুর ফলে জালিয়াতির ঘটনা রোধ হচ্ছে। ফলে রপ্তানি কার্যক্রমে জটিলতা পরিহার হচ্ছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) তে অনলাইনে বাণিজ্য মেলার অংশগ্রহণের অনুমতির আবেদন, সিআইপি ও রপ্তানি ট্রফির আবেদন গ্রহণের ফলে বাণিজ্য মেলা আয়োজন, সিআইপি নির্বাচন ও রপ্তানি ট্রফি প্রদান স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে। যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর হতে সকল প্রকার সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক রেডিকেল সার্ভিস প্রসেস সিমপ্লিফিকেশন (আরএসপিএস) পদ্ধতিতে খুচরা ও পাইকারি বাজার দর সংগ্রহ ও প্রকাশের জন্য সফটওয়্যার তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এটির কার্যক্রম সম্পন্ন হলে তা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। প্রধান আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে ৫৫ ধরণের সেবা স্টেইকহোল্ডারগণকে প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সকল সেবা অনলাইনে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে Online Lincense Module (OLM) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন

আছে। তাছাড়া, Smart Office Management System (SOMS) এর আওতায় সকল সেবা প্রত্যাশীদের সেবা এসএমএস এর মাধ্যমে সেবা অনুমোদনের ফলে ঐ দপ্তরের কাজের গতিশীলতা এসেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ই-মেইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও প্রাপ্ত অভিযোগের ফিডব্যাক প্রদান করে থাকে। তাছাড়া, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ সম্পর্কে সকল মোবাইল অপারেটর এর সাহায্যে এসএমএস এর মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে অবগত করানো হচ্ছে। অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) অন-লাইনে প্রদানের ফলে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে গতিশীলতা আসছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য অনলাইনের (Thomson Reuters Eikon) মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন মন্ত্রণালয় এবং গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশের ফলে ভোক্তাগণ পণ্যের মূল্য সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পেতে বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল চালু করা হয়েছে, এর ফলে বাণিজ্য তথ্য ভান্ডার উন্মুক্ত হয়েছে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ক্ষেত্রে (WTO) তে অর্জনঃ

বাংলাদেশ কর্তৃক ডব্লিউটিও ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করা হয়েছে এবং ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ তারিখ হতে তাহা কার্যকর হয়েছে। উক্ত এগ্রিমেন্ট এর আওতায় ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহকে এ, বি, সি ক্যাটাগরি চিহ্নিত করে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ ডব্লিউটিও-তে নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এর আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে বাণিজ্য বৃদ্ধি পারে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে।

WTO এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবা খাতে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় ২৪ টি দেশ ইতোমধ্যে তাদের সেবা খাতে Preferential Market Access ঘোষণা করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সেবা খাতের রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।

Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) এর আওতায় ২০২১ সাল পর্যন্ত সকল ধরনের মেধাসত্ত্বের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হয়েছে। ঔষধ ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিকের মেধাসত্ত্বের বাধ্যবাধকতা ২০৩২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থাকাকালীন এই সুবিধা ভোগ করতে পারবে এবং ঔষুদ রপ্তানী বৃদ্ধি পাবে।

ভোক্তা অধিকারঃ

ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। এ আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরকে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ০৮ (আট) টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৬৪টি জেলায় জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে এ আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ভোক্তা সাধারণ আইনের সুফল পেতে শুরু করেছেন। এখন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠনের কাজ চলছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় বিভিন্ন অপরাধে বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে ১১ জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১৩০৭০ টি প্রতিষ্ঠানকে ১৩,২৬,৮৫,০০০.০০ (তের কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার) টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়েছে। এছাড়া, ভোক্তা সাধারণের নিকট হতে প্রাপ্ত ৮৫৩৪টি অভিযোগের মধ্যে ৭৫৫৭টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভোক্তা অধিকার বিষয়ক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসাধারণের মাঝে ৮০,১৪৬টি পোস্টার, ৩,০৮,৭১৬টি প্যাম্পলেট ও ৩,৩৬,৭৩৭টি লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ফলে খাদ্য দ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক মিশ্রণসহ বিভিন্ন অপরাধ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে।

চা উৎপাদনঃ

বাংলাদেশের চা শিল্পের ইতিহাস, চায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পণ্যের প্রসার, চায়ের বৈচিত্রময় ব্যবহার, চা বাগানের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাল মানের চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং চা শিল্পের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ চা বোর্ড এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে ঢাকায় দেশের চা শিল্পের ইতিহাসে চা বিষয়ক সর্ববৃহৎ প্রদর্শনী 'বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী ২০১৮-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিটিআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চা ক্লোন বিটি-২১ অবমুক্ত করেন।

বাংলাদেশ চা প্রদর্শনী ২০১৮-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকাস্থ বাংলাদেশ চা বোর্ডের জায়গায় ৩০ তলা বিশিষ্ট "বঙ্গবন্ধু চা ভবন" এর ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, ঢাকাস্থ বাংলাদেশ চা বোর্ড এর নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা 'বঙ্গবন্ধু চা ভবন' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ তরান্বিত করার জন্য এ কাজে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্তকরণ প্রসঙ্গে সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবর গত ১০/০৬/২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন অপদখলে থাকা মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলায় অবস্থিত কাশিপুর চা বাগান মহামান্য আদালতের আদেশে মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত সহকারী কমিশনার ও বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব সুনজিত কুমার চন্দ, গত ১৩/০৫/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় কাশীপুর চা বাগানের দখল, সকল স্থায়ী/অস্থায়ী স্থাপনা এবং মালামালের ইনভেন্টরি প্রনয়ন করে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর সচিব এর নিকট বুঝিয়ে দেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে গত ০৬/০২/২০১৮ইং তারিখে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি মহোদয়ের উপস্থিতিতে "টি রিসার্স ইনস্টিটিউট, চাইনিজ একাডেমি অব এগ্রিকালচারাল সাইন্সেস (TRI,CAAS)" এবং "বাংলাদেশ চা বোর্ড"এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক গত ২৪/০৮/২০১৭ তারিখ "দু'টি পাতা একটি কুড়ি" এবং "চা সেবা" নামক দু'টি মোবাইল অ্যাপস আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, দিনাজপুর এবং নীলফামারী জেলায় ৫০০ হেক্টর জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৯৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০/১১/২০১৫ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ২য় বছরের কাজ চলমান রয়েছে। সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৬৭.৭২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫২.৬৪%। এখানে প্রকল্পের প্রথম তিন বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন, ২০১৮ মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৬৭.৩৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৯০% (আরডিপিপি অনুসারে)।

লালমনিরহাট জেলায় ১০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য ৪৪৬.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea Cultivation in Lalmonirhat"-শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১০/১১/২০১৫ কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ০৩ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময় পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৪৩.৫৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩৯.৭৭%। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৭-১৮ সনের জুন, ২০১৮ মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি ৩৫.৯৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩২.৪৩% (আরডিপিপি অনুসারে)।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে "Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts"-শীর্ষক একটি নতুন প্রকল্প গত ১৯/০৬/২০১৬ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ছাড়কৃত মোট ৯৮.৫০ লক্ষ টাকা হতে ৪৭.০২ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। অর্থাৎ ছাড়কৃত অর্থের তুলনায় ২য় বছরে আর্থিক অগ্রগতি ৪৭.৭৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৫৬.৪৭%। মোট বরাদ্দকৃত (৯৯৯.৩৫ লক্ষ) টাকার তুলনায় জুন, ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক ৭.৩৯%। গত বছরের তুলনায় মে, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ২৭.৮৫%।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্রীমঙ্গলে গ্রীন টি কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে কারখানা ভবন নির্মাণ কাজ এবং মেশিনারিজ ক্রয় প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর উপকেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পঞ্চগড় উপকেন্দ্রে একটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে। বিগত ৩১/০১/২০১৭ তারিখে 'উন্নয়নের পথ নকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প' অর্থনৈতিক বিষয়ক সংক্রান্ত মন্ত্রী সভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ড বাংলাদেশী চায়ের ব্রান্ডিং করার বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ টি' নামে সিটিসি ব্লাক টি, অর্থোডক্স টি , গ্রীণ টি এবং সাতকড়া টি এর ব্রান্ডিং করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ টি' সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করতে এবং সহজলভ্য করতে বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রধাণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম; টি রিসোর্ট এন্ড মিউজিয়াম, শ্রীমঙ্গল এ ১টি করে চা বিক্রয় এবং প্রদর্শন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। তাছাড়া শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং রেডিসন ব্লু, ঢাকাতে ১ টি করে প্রদর্শন ও বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

বাণিজ্য মেলাঃ

বিদেশী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের সাথে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান, মোড়কজাতকরণ এবং মূল্যের তুলনামূলক বৈশিষ্ট ও আর্ন্তজাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্য টিকে থাকার লক্ষ্যে প্রতিবছর ঢাকায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় 'ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশি প্রতিষ্ঠানের প্রদর্শিত পণ্যের সাথে তাদের উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ, মূল্য এবং প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা করার সুযোগ পায়। ফলে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের তুলনামূলক সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে সে বিষয়ে অবগত হতে সক্ষম হয়। এ ছাড়া এ মেলার মাধ্যমে স্থানীয় উৎপাদনকারীগণ তাদের নতুন সেবা এবং পণ্য একই জায়গায় অধিক সংখ্যক ভোক্তাদের নিকট উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

২০১০ সালে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা থেকে রপ্তানি আদেশ পাওয়া গিয়েছিল ২২.৮৬ কোটি টাকা এবং ২০১৭ সালে ২০টি দেশে ৪৮টি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে দেশি বিদেশী সর্বমোট ৫৮৭টি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় ২৪৩.৪৪ কোটি টাকার রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে। ০১ জানুয়ারী হতে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ সময়কালে ২৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)- ২০১৮ ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এবং ১৭টি দেশের ৪৪টি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বেশি বিদেশি সর্বমোট ৫৭৯টি প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশগ্রহণ করে।